যুগান্তর

তারিখ 23 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

মাধ্যমিক ও দাখিল স্তরে ২০১০ সালেও বিনামূল্যে বই দেয়া যাবে না

মুসতাক আহমদ

২০১০ সালেও মাধ্যমিক এবং দাখিল স্তরের শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই দেয়া যাবে না। সরকার ইতিপূর্বে চলতি শিক্ষাবর্ষেই মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ১৯ লাখ শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করেছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াগত কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। সূত্র জানায়, এ অবস্থায় পরে ২০১০ সালে বিষয়টি বাস্তবায়নের চিন্তা-ভাবনা করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে উদ্যোগটি থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সর্বশেষ বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিনামূল্যে বই দেয়ার জন্য ২৮০ কোটি টাকার প্রয়োজনের কথা জানিয়ে যে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছিল, তা ফেরত এসেছে। এর ফলে কবে নাগাদ এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বা আদৌ বিনামূল্যে বই দেয়া হবে কি-না, তা নিয়ে ঘোরতর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) ময়েজউদ্দিন জানান, বই : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

বই : বিনামূল্যে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রস্তাবনা ফেরত নয়, বাজেটের বিষয়টি পর্যালোচনা ও খাত চিহ্নিতকরণের জন্য পাঠিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের চলতি বছরের বাজেটের সঙ্গে এর একটি সঙ্গতি করা হবে। যা পরবর্তী সভায় গৃহীত হতে পারে। তিনি বলেন, সিদ্ধান্ত নেয়া গেলে ২০১১ সালে বই দেয়া সম্ভব হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০০৮ সালের মাঝামাঝিতে সর্বপ্রথম তৎকালীন সরকার বিনামূল্যে বই দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেছিল। সূত্র জানায়, স্কুল এবং মাদ্রাসার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বই বাবদ মন্ত্রণালয় প্রায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে হিসাবও করে। বিষয়টি তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টাকেও অবহিত করা হয়েছিল। উল্লিখিত অর্থের মধ্যে দাখিলের জন্য ৪৪ কোটি ৫০ লাখ আর কারিগরির জন্য ৩ কোটি ৩২ লাখ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব রয়েছে। বাকিটা প্রয়োজন মাধ্যমিক স্তরে।

মাধ্যমিক স্তরে বর্তমানে প্রায় ৮৬ ভাগ শিক্ষার্থী ড্রপআউট করছে। এছাড়া পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র ৫৪ ভাগ শিক্ষার্থী ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে থাকে। সারাদেশে মাত্র ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর ৪টি সরকারি মাদ্রাসা রয়েছে। আর সব প্রতিষ্ঠানই বেসরকারি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ফি-বেতনসহ নানা খাতে উচ্চহারে ব্যয় করতে হয়। ফলে ড্রপআউট বাড়ছেই। এ অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্কুলে ছাত্রছাত্রী ধরে রাখা ও ভর্তি বাড়াতে প্রাথমিক স্তরের মতো বিনামূল্যে বই বিতরণের চিন্তা-ভাবনা করে। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিকে ছাত্রীদের পাশাপাশি ইতিমধ্যে ছাত্রদের উপবৃত্তি দেয়া শুরু হয়ে গেছে।

মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, বিনামূল্যে বই দেয়া হলে স্কুল-মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ড্রপআউট কমবে বলে সরকার মনে করে। একই সঙ্গে ফিবছর বই নিয়ে যে হরিলুট ও মহা লুটপাট হয়, তাও বন্ধ হবে। ফলে অভিভাবকদের মাঝে এক ধরনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

জানা গেছে, বর্তমানে মাধ্যমিকের ষষ্ঠ শ্রেণীর একসেট বইয়ের দাম ২৮২ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ৩৪৩ এবং অষ্টম শ্রেণীর বইয়ের দাম ৩৫১ টাকা। নবম শ্রেণীর বইয়ের দাম বিভাগ ভেদে আলাদা হলেও সাড়ে ৪শ' টাকার মধ্যে সম্পন্ন হয়।

আর সরকারি তথ্যমতে, সারাদেশে বর্তমানে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৯ লাখ ৭৬ হাজার ৭২৯ জন, সপ্তম শ্রেণীতে ১৬ লাখ ৮৫ হাজার, অষ্টম শ্রেণীতে ১৪ লাখ ৮১ হাজার আর নবম শ্রেণীতে প্রায় ১৩ লাখ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে।